দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

SEP 11 2002

ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে কোন নিয়মিত ছাত্র নেই

□ বিবাহিত, সন্তানের জনক, ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী ঠাঁই পেয়েছে

হারুন উর রশীদ ও ইশতিয়াক হুসাইন ॥ ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে কোন নিয়মিত ছাত্র নেই। অছাত্র, বিবাহিত আর ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য। মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি আর সন্তান-সন্ততির জনকরা হয়েছেন ছাত্রদল নেতা। আহ্বায়ক থেকে শুরু করে প্রথম সারির বেশ কয়েকজন নেতা সন্তানের জনক। এ নিয়ে ছাত্রদলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ আর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। তবে কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। গতকাল এ কারণে ক্যাম্পাসে ছিল টানটান উত্তেজনা। ছিল ব্যাপক পুলিশ। এর মধ্যেও বঞ্চিত এক নেতা তার ক্যাডারদের নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়েছেন।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর জগন্নাথ হল দখলের ঘটনায় গত ১৭ই নভেম্বর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিত করা হয়েছিল। সোমবার আহ্বায়ক কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হলো। নতুন কমিটির আহ্বায়ক শাহাবউদ্দিন লাল্টু ছিলেন স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

প্রায় ২০ বছর আগে লাল্টু প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি ১৯৮৫-৮৬ সালের অনার্স ব্যাচের ছাত্র। ৪ বছর আগে তিনি সর্বশেষ আইএআর-এর ছাত্র ছিলেন। তবে কয়েকদিন আগে তিনি এমএস-এর ছাত্র হিসেবে আবার ছাত্রত্বের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। তিনি সন্তানের জনক।

যুগ্ম সম্পাদক এ. বি. এম মোশাররফ হোসেন ও আজিজুল বারী হেলালও ১৯৮৫-৮৬ ব্যাচের ছাত্র। তারা দু'জনই লাল্টুর সমসাময়িক। মোশাররফ হোসেন এমফিলে ভর্তি হয়ে ছাত্রত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। হেলাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে পড়াশোনা করেছেন। তবে এখন তার ছাত্রত্ব নেই। এ. বি. এম মোশাররফ হোসেন বিবাহিত এবং এক সন্তানের জনক। আরেকজন যুগ্ম-সম্পাদক মনির হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি। তিনি লাল্টু, মোশাররফ ও হেলালদের জুনিয়র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৭-৮৮ ব্যাচে অনার্সের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। তা প্রায় ১৩ বছর আগের কথা। মনির হোসেন বিবাহিত এবং এক

ছাত্রদলের ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

ছাত্রদলের ঃ নতুন কমিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কন্যাসন্তানের জনক।

সদস্যদের মধ্যে রেহানা আক্তার রানু বিবাহিতা। তিনিও ১৯৮৭-৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব লাভ করেন। এখন তার ছাত্রত্ব নেই। তিনি সন্তানের জননী। সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর মার্কেটিংয়ে মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত আছে। এ. টি. এম আবদুল বারি ড্যানি বিবাহিত। ১৯৮৭-৮৮ ব্যাচ অনার্সের ছাত্র। তিনি লোক প্রশাসন থেকে মাস্টার্স পাস করেছেন। আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মামুন হাসান মহানগর উত্তরের সাবেক সভাপতি। তিনি বিবাহিত। শফিউল বারি বাবু ওরফে ন্যাটা বাবু ১৯৮৮-৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তার নিয়মিত ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে। এখন হেলথ ইকোনমিক্সে ভর্তি হয়ে ছাত্রত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। ন্যাটা বাবু হিসেবে পরিচিত শফিউল বারী বাবুর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগ রয়েছে। বিএনপির ১৯৯১-৯৬ শাসনামলে তিনি একাধিকবার গ্রেফতার হয়েছেন। কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু জগন্নাথ কলেজের সাবেক ছাত্র। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রনেতা সগীর আহমেদ ও সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টুর সমসাময়িক। সেলিমুজ্জামান সেলিম ১৯৮৭-৮৮ ব্যাচের ছাত্র। তিনি ও মনির হোসেন একই ব্যাচের। তার নিয়মিত ছাত্রত্ব নেই। সর্বশেষ তিনি জাপানিজ স্ট্যাডিজে ভর্তি হয়েছেন। ফরহাদ হোসেন আজাদের ছাত্রত্ব নেই। তিনি বিবাহিত। এখন হেলথ ইকোনমিক্সে ভর্তি হয়েছেন বলে শোনা যায়। নূরুল ইসলাম নয়ন ইংরেজি শেষবর্ষের ছাত্র। তবে তিনি ১৯৮৯-৯০ ব্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। একাধিকবার ড্রপ দিয়ে তিনি এখন মাস্টার্সের ছাত্র। হারুনুর রশীদ হারুন ঢাকা কলেজের সাবেক ভিপি। তার ছাত্রত্ব নেই। তিনি সন্তানের জনক। হারুন একটি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি। আবদুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি থাকাকালে তার সাজা মাফ করে দেয়া হয়। আমিনুল ইসলাম আলীম মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছেন। গত ৩ বছর তিনি ক্যাম্পাসে ছিলেন না। তিনি হাওয়া ভবনের কর্মচারী হিসেবে পরিচিত। শহীদুল ইসলাম বাবুল, জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, আবদুল কাদের জুয়েল ১৯৮৯-৯০ অনার্স ব্যাচে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাদের কাজেরই নিয়মিত ছাত্রত্ব নেই। আবদুস সাত্তার জগন্নাথ কলেজের সাবেক ছাত্র এবং বিবাহিত। হায়দার আলী লেনিনের নিয়মিত ছাত্রত্ব নেই। সর্বশেষ হেলথ ইকোনমিক্সে ভর্তি হয়েছেন। ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার পর সম্প্রতি আবার ভূগোল বিভাগে ২য় বর্ষে ভর্তি হয়েছেন আসাদুজ্জামান আসাদ। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুহসীন হল দখলের ঘটনায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল। হাসান মামুন ও সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নিয়মিত ছাত্রত্ব নেই। রফিকুল ইসলাম মজনু মহানগর ছাত্রদলের সাবেক নেতা। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। শাম্মি আখতার বিবাহিতা ও সন্তানের জননী। খন্দকার মিজানুর রহমান বিবাহিত।

অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক কমিটিতে রয়েছে অছাত্র ও কথিত সন্ত্রাসী। তাদের মধ্যে সাইদ ইকবাল মাহমুদ টিটুর বিরুদ্ধে মেয়র নির্বাচনের আগের রাতে পলাশীবাজারে হামলা ও লুটপাটের অভিযোগ আছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের অনেকেই আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে ঠাঁই পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শফিউল বারি বাবু ওরফে ন্যাটা বাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির আহ্বায়ক। আমিরুল ইসলাম আলীম, হায়দার আলী লেনিন, আসাদুজ্জামান আসাদ কেন্দ্রীয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দু' কমিটিতেই রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সদস্য লিটন, আতিয়ার রহমান, উজ্জ্বল ও রাজনের ছাত্রত্ব নেই। রাজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদৌ ছাত্র কিনা তা নিয়ে কয়েকজন ছাত্রদল কর্মী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

নতুন গঠিত আহ্বায়ক কমিটির ব্যাপারে আহ্বায়ক শাহাবউদ্দিন লাল্টুর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি খুশি, অত্যন্ত সুন্দর কমিটি হয়েছে। তার ছাত্রত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, কবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি সেটা এখন মুখ্য নয়। এখনও ছাত্র আছি— এটাই